৩ আগস্ট, রুয়েটের প্রধান ফটকের সামনে কোনো সাধারণ জমায়েত ছিল না–
ওটা ছিল নির্যাতনের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সনদপাঠ,
কারাগারে থাকা সহপাঠীর মুক্তির জন্য এক সংগ্রামী উচ্চারণ।
যেখানে শিক্ষকের গাম্ভীর্য মিশেছিল ছাত্রের রক্ত গরম স্লোগানে,
আর রাজশাহীর আকাশ কেঁপে উঠেছিল 'গণহত্যার বিচার চাই' ধ্বনিতে।
এই মিছিল 'অসহযোগ' নয়–এ ছিল 'অবিচারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার' ঘোষণা।
বিপ্লবীরা মাথা নত করেনি, নত করেননি শিক্ষকরাও।
তাদের গলায় ছিল প্রতিজ্ঞা:
'যেখানে অন্যায়, সেখানেই প্রতিরোধ।'
এই ছবিতে নেই শুধু প্রতিবাদ, আছে ভবিষ্যতের কল্পচিত্র–
যেখানে ইতিহাস লিখবে,
'তারা দাঁড়িয়েছিল বলেই শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব হয়েছিল।'

১ আগস্ট ২০২৪। তালাইমারি বিজয় চব্বিশ চত্বর
"যখন কণ্ঠ রোধ করা হয়, দেয়ালই হয়ে ওঠে প্রতিবাদের ক্যানভাস।"
রক্তগরম বিকেলে, জীবনের ঝুঁকি নিয়েও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবীরা তুলে ধরেছিল এক সাহসী দৃশ্য–দেয়ালে আঁকা ফ্যাসিবাদের বিকৃত মুখ।
এই গ্রাফিতি শুধু রঙ আর তুলির কাজ নয়, এটি এক ভাষাহীন সময়ের গর্জন, এক নীরব সমাজে চিৎকার।
ফ্যাসিবাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সবার চোখ খোলার জন্য,
আর ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে মুক্ত রাখার অঙ্গীকার নিয়ে এই দেয়ালচিত্র জন্ম নেয়–
নীরবতা ভেঙে, দুর্বলের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে।
"কারণ দেয়াল লিখে গেলে মুছে ফেলা যায়, কিন্তু চেতনাগুলো জনতার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।"

৩ আগস্ট, যৌক্তিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রতিহতের নামে সংঘটিত গণহত্যার বিচারের দাবিতে রাজশাহীর ছাত্রসমাজের আহ্বানে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) প্রধান ফটক। শিক্ষক, শিক্ষার্থী আর সচেতন জনতা মিলিত হন এক সুপ্ত ক্রোধ আর ন্যায়বিচারের দাবিতে–জেগে ওঠে রুয়েট গেট, প্রতিবাদের আগুনে দীপ্ত হয়ে।

৩ আগস্ট, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'প্রার্থনা ও গণমিছিল' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে জড়ো হয় প্রতিবাদী ছাত্র-জনতা। রুয়েটের প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে তারা এক কণ্ঠে উচ্চারণ করে ন্যায়বিচারের দাবি। ফ্যাসিবাদী দমন-পীড়ন আর প্রশাসনিক বাধাকে উপেক্ষা করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সর্বস্তরের মানুষ মিলিত হন একতাবদ্ধ কণ্ঠে–জেগে ওঠে রাজপথ-প্রার্থনায়, প্রতিবাদে।

৩ আগস্ট, রুয়েট গেটে 'প্রার্থনা কর্মসূচি' শেষ হতেই রাজশাহীর আকাশ কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার গণমিছিল। তালাইমারির পথ পেরিয়ে কাজলায় এসে শেষ হয় সেই উত্তাল ধ্বনি। প্রশাসনের বাঁধা, ফ্যাসিবাদের ছায়া–কোনো কিছুই সেদিন থামাতে পারেনি ন্যায়বিচারের পথে অগ্রসর এই মিছিল। ইতিহাসের পাতায় জ্বলে থাকে সেই দিন, প্রতিবাদের আগুন হয়ে।

রেলগেট পর্যন্ত আন্দোলনের বিস্তার

৩ আগস্ট, তালাইমারি থেকে ভদ্রা, ভদ্রা থেকে রেলগেট–এই ছিল নতুন বাংলাদেশ গড়ার মানচিত্র।

স্লোগানে মুখরিত রাজপথ, বৃষ্টিভেজা পিচঢালা রাস্তায়ও পিছু হটেনি বিপ্লবীরা।

তারা জানত, এই লড়াই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল পেরিয়ে যাবে দেশের সর্বত্র।

তাদের হাতে পতাকা, মুখে প্রতিবাদ, আর হৃদয়ে আগুন–

যা পোড়ায় শোষণ, আর নতুন দিনের সুর তোলে।

ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের চোখে চোখ রেখে বলেছিল–আমরাই জনতার বাংলাদেশ।

রুয়েট থেকে রাজপথ–আন্দোলনের উত্তাল স্রোত

৩ আগস্ট সকাল ১০টা, রুয়েটের সামনে জড়ো হল বৈষম্যবিরোধী বিপ্লবীরা।

সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ, স্লোগান আর পতাকার ছায়ায় রাঙা সকাল–

তালাইমারি, নর্দান মোড়, আবার রুয়েট–চক্রাকারে ঘুরে বেড়াল জাগরণ।

বৃষ্টি এল, পুলিশ সরে গেল–কিন্তু শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে রইল বজ্রের মতো।

কারণ তাদের কণ্ঠে ছিল ন্যায়ের ভাষা, চোখে স্বপ্ন–

ফ্যাসিবাদের দোসরদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁরা ঘোষণা করেছিলো–এই রাস্তা আর একলা নয়।

৩ আগস্টের সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাজশাহীর রাজপথ যেন পরিণত হয়েছিল জনতার বজ্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত এক বিপ্লবমঞ্চে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন শুধু রুটিন অবরোধ ছিল না–এ ছিল গর্জে ওঠা বঞ্চিতদের, দীর্ঘদিন রক্তাক্ত রাজপথে পিষে ফেলা স্বপ্নের মহাস্বীকারোক্তি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে রেলগেট পর্যন্ত মিছিলকারীরা তাদের কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিল ইতিহাস: "ফ্যাসিবাদের দোসরদের কোনো ছাড় নেই!"

টানা চার ঘণ্টা অবরোধের পর, দুপুর আড়াইটায় রাস্তা ছেড়ে দিলেও প্রতিবাদের আগুন ছড়াতে থাকে বাতাসে। ভিজে গিয়েছিল শরীর, কিন্তু হৃদয়ে দাউ দাউ আগুন। রেলগেটের পুলিশ বক্সে প্রতীকী আঘাতে, যেখানে বৈষম্যকে রক্ষা করেছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সেখানেই জ্বলে উঠেছিল প্রতিবাদের শিখা।

পুলিশি হুমকি, অস্ত্রের ভয়–কিছুই নত করতে পারেনি রাজশাহীর সাহসী ছাত্রজনতার কণ্ঠ। তারা বলেছিল: "ফ্যাসিবাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাজপথে থাকবে বিপ্লবের মিছিল!"

এই ছবিটি সেই অনন্য মুহূর্তের, যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে তালাইমারির পথে মহাসড়কজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এক অগ্নিমিছিল।

৩ আগস্ট, রাজশাহী–বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে ডাকে রাজশাহীর রাজপথে নেমে আসে এক অগ্নিবর্ণ ঢেউ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, রুয়েট, কলেজ, মেডিকেল, নার্সিং, পলিটেকনিক্যালের হাজারো বিপ্লবী ছাত্র-জনতা রেলগেট চত্বরে বৃষ্টির ভেতরেও অবিচল থেকে ঘোষণা দেয়: 'ফ্যাসিবাদের দোসর ও নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসীদের দখলে আর থাকবে না এই ভূমি।' তালাইমারি, ভদ্রা, রেলগেট–সবখানে প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। যখন পুলিশের বক্স ভাঙে, যখন আগুনের শিখায় জ্বলতে থাকে ফ্যাসিস্টের প্রতীকগুলো, তখন রাজশাহী সাক্ষী হয় এক নতুন অধ্যায়ের–যেখানে মেধা, ন্যায্যতা আর সাহস একত্রে ফ্যাসিবাদকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

৩ আগস্ট, রাজশাহী রেলগেট: প্রচণ্ড গরম, মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য–কিন্তু তাতে থেমে থাকেনি রাজশাহীর বিপ্লবী মেয়েরা। হাতে বাঁশের লাঠি, কারও হাতে পানির বোতল, কারও কণ্ঠে বজ্রস্নিগ্ধ স্লোগান–' ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন, সন্ত্রাসী'দের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল রাজপথ।

তালাইমারি, ভদ্রা পেরিয়ে রেলগেটে এসে তারা গড়ে তুলেছিল প্রতিবাদের অনলবর্ষী দেয়াল, যেখানে প্রতিটি মেয়ে ছিল একেকটি আগুনের ফুলকি।

নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠনের ভয়, রাষ্ট্রের পুলিশি টিয়ারগ্যাস–কিছুই তাদের সাহসী কদম থামাতে পারেনি।

তাদের মুখে ছিল প্রতিবাদের গান, হাতে ছিল দ্রোহের প্রতীক, আর চোখে ছিল ন্যায়ের জন্য রক্তাক্ত স্বপ্নের দীপ্তি।

এই ছবিটি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী, যেখানে রাজশাহীর বিপ্লবী মেয়েরা দেখিয়ে দিয়েছিল–স্বাধীনতার সত্যিকারের উত্তরাধিকারীরাই আজ রাজপথে!